গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মে ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৬ মে ২০১৯
সময় : দুপুর ০১:৩০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিমোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অনিষ্পন্ন বিষয়	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ শাখা সংশ্লিষ্ট ৭টি এবং আইন শাখা সংশ্লিষ্ট ৩টিসহ মোট ১০টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫টি বিষয়াদি অনিষ্পন্ন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ভূ-সম্পত্তি নীতিমালা ২০১৮ রেলপথ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি'র কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটির পর্যালোচনার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং বিষয়াদির বেশির ভাগই অভিযোগ তদন্ত সংক্রান্ত। রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চল সংশ্লিষ্ট যে সকল অনিষ্পন্ন বিষয়াদি রয়েছে তার অগ্রগতি রিপোর্ট সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে; শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, Railway Act, 1890-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বাংলায় ভাষান্তরের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; সংশ্লিষ্ট বাজেট কোডে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে, শীঘ্রই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে। সভাপতি জরুরিভিত্তিতে পরামর্শক নিয়োগের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি আগামী ১৫দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার নিমিত্ত কমিটি'র আহবায়ককে তাগিদপত্র দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রকল্প সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও এ সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। অনিষ্পন্ন বিষয়াদির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখার জন্যও সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) প্রকল্প সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও সমন্বয়সভায় আলোচনা করতে হবে; এবং (গ) Railway Act, 1890-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বাংলায় ভাষান্তরের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম জরুরিভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অডিট আপত্তি	অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান, এপ্রিল ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত ১৪টি ব্রডশীট জবাবের মধ্যে ৮টির ওপর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬টি আপত্তির পুন:জবাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটিতে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়া, অবশিষ্ট ৪২টি আপত্তির জবাব মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর নিকট পেন্ডিং	(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩।

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

রয়েছে এবং ১৪টি আপত্তি নিস্পত্তির জন্য রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যালয়

ধরণ	এপ্রিল/১৯ মাস পর্যন্ত জের	এপ্রিল/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	এপ্রিল/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৫৮০	-	৫৮০	-	-		-	-	৫৮০
অগ্রিম	৫৩	-	৫৩	-	-	-	-	-	৫৩
খসড়া	১১০	-	১১০	-	-	-	-	-	১১০
মোট (ক)	৭৪৩	-	৭৪৩	-	-	-	-	-	৭৪৩
টাকা (হাজারে)	১৩,৬১,২৬১	-	১৩,৬১,২৬১	-	-	-	-	-	১৩৬১২৬১

মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব)-এর কার্যালয়

ধরণ	এপ্রিল/১৯ মাস পর্যন্ত জের	এপ্রিল/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	এপ্রিল/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৮৪৬৫	-	৮৪৬৫	৩৫	০১		-	-	৮৪৬৪
অগ্রিম	৭৯৯	-	৭৯৯	-	-	-	-	-	৭৯৯
খসড়া	৫৮৭	-	৫৮৭	-	-	-	-	-	৫৮৭
মোট (খ)	৯৮৫১	-	৯৮৫১	৩৫	০১	-	-	-	৯৮৫০
টাকা (হাজারে)	৩৬৪১৯৭৬৭৫৭	-	৩৬৪১৯৭৬৭৫৭	-	-	-	-	-	৩৬৪১৯৭৬৭৫৭

মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিম)-এর কার্যালয়

ধরণ	এপ্রিল/১৯ মাস পর্যন্ত জের	এপ্রিল/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	এপ্রিল/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৮২৬২	-	৮২৬২	-	৪৩		-	৪৩	৮২১৯
অগ্রিম	৬২৬	-	৬২৬	-	-	-	-	-	৬২৬
খসড়া	৩২৪	-	৩২৪	-	-	-	-	-	৩২৪
মোট (গ)	৯২১২	-	৯২১২	৩৫	৪৩	-	-	৪৩	৯১৬৯
টাকা (হাজারে)	৩২১৭৩৯৭৩	-	৩২১৭৩৯৭৩	-	৫২৯৩৯	-	-	৫২৯৩৯	৩২১২১০৩৪
সর্বমোট (ক+খ+গ)	১৯,৮০৬	-	১৯,৮০৬	৩৫	৪৪	-	-	৪৩	১৯,৭৬২
মোট টাকা (হাজারে)	৩৬৭৫৫১১৯৯১	-	৩৬৭৫৫১১৯৯১	৩৫	৫২৯৩৯	-	-	৫২৯৩৯	৩৬৭৫৪৫৯০৫২

সভা অবহিত হয় যে, এপ্রিল ২০১৯ মাসে পশ্চিমাঞ্চলে ০১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোট ১৮টি আপত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। তন্মধ্যে ০১টি পূর্বেই নিষ্পত্তি হয় এবং ০৬টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। এছাড়া, দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে ১৭টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয় এবং ৫৬টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অনুরূপ রেলওয়েতে দ্বিপক্ষীয় সভায় নিয়মিত করা হচ্ছে। তিনি স্ব-স্ব দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণকে অডিট আপত্তিগুলোর নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত:

পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাণের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) রেলওয়ের ৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য চাহিত জবাব পুনরায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(চ) আগামী সভায় রেলওয়ের অডিট বিভাগের প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাতে হবে; এবং

(ছ) মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পেন্ডিং অডিট নিষ্পত্তি সম্পর্কে একটি সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে:

মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবানের নির্দেশনা দেন। এছাড়া, পিএ কমিটি'তে আলোচনার জন্য অপেক্ষায় থাকা অডিট আপত্তিগুলোর জবাব জরুরিভিত্তিতে প্রেরণ; প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন</td><td>সভা অবহিত হয় যে, এপ্রিল ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়েতে মোট ৯৫২টি নোট উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ই- নথি কার্যক্রমে উপস্থাপিত নথির সংখ্যা ৪০টি। ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে উপস্থাপিত নথির সংখ্যা ৯১২টি; অর্থাৎ মোট কার্যক্রমের ২.৩৮% ই-নথিতে পত্রজারি এবং ৪.২০% ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান, রেলভবনের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে তিন দফা প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল শাখায় আংশিকভাবে ই-নথির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, ই-ফাইলিং কার্যক্রমের গতি বাড়ানো জন্য গত ১২.০৫.১৯ তারিখে সিএসটিই (টেলিকম)-এর নেতৃত্বে একটি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

সভাপতি ই-ফাইলিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, ই-নথিতে পত্র উপস্থাপনে রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে রেলওয়ের ই-নথি কার্যক্রম ৪০% অর্জনের জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। প্রয়োজনে একাজে সক্রিয় সহায়তা প্রদানের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইটি সেলের কর্মকর্তাদেরকেও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে; এবং

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর নিমিত্ত সহায়তা প্রদানের জন্য A2I প্রকল্প পরিচালক-কে অনুরোধ জানাতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>সভায় এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>এপ্রিল ১৯ মাসের জের</th><th>এপ্রিল ১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>এপ্রিল ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>২৮২</td><td>৪২</td><td>৩২৪</td><td>২৫</td><td>২৮৯</td><td>২৮৯টি মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৮৪টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৬</td><td>২</td><td>৪৮</td><td>৪</td><td>৪</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪২টি মামলা।</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সভাপতি বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং
(খ) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বিসিএস রেলওয়ে: ক্যাডার প্রবেশ পদ ২৪টি শূন্য রয়েছে এবং ৩৮তম হতে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য ২৯ জনের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে; সম্প্রতি একজন নন-ক্যাডার (আরএনবি) চাকুরী হতে ইস্তফা দেয়ায় প্রবেশ পথে ১টি পদ শূন্য হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ১৮৮ ও ৪৫টির চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পিএসসির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল ড্রইং) পদে ২জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ওয়ে) পদে ২৪ জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এস্টিমেটর) পদে ৭জন মোট ৩৩জন যোগদান করেছেন। বর্তমানে উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ২৯৮টির চাহিদা পিএসসিতে প্রেরণের লক্ষ্যে রেলপথ</td><td>(ক) রেলওয়ের শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে;</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সভায় এপ্রিল ২০১৯ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপ তথ্য উপস্থাপন করা হয়:

<table>
<tr><th rowspan="2">শ্রেনি</th><th rowspan="2">মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা</th><th rowspan="2">কর্মরত পদ সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট শূন্য পদ সংখ্যা</th><th rowspan="2">প্রবেশ পদে শূন্য পদ সংখ্যা</th><th colspan="2">শূন্য প্রবেশ পদ নিয়োগ</th></tr>
<tr><th>সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সংখ্যা</th><th>পদোন্নতির মাধ্যমে সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৭</td><td>১৫৬</td><td>৮৭</td><td>২৪</td><td>৬৩</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮৭৮</td><td>৭০৯</td><td>৪১৬</td><td>২৯৩</td><td>১২৩</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৪০০</td><td>৯২৪৪</td><td>২৭৪৮</td><td>১১৪৮</td><td>১৬০০</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১১৪৩১</td><td>৫০৫০</td><td>৪১৯০</td><td>৪১২৪</td><td>৬৬</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৫১১৬</td><td>১৫১৫৯</td><td>৭৪৪১</td><td>৫৫৮৯</td><td>১৮৫২</td></tr>
</table>

মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, উভয় অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরগুলোর জন্য নিজস্ব ওয়েবপোর্টাল তৈরির জন্য A2I-কে অনুরোধ করা হয়েছে।

সভাপতি রেলওয়ের নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন। তিনি APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা দেন।</td><td>এবং
(গ) রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় ও তাদের আওতাধীন দপ্তরগুলোর জন্যও নিজস্ব ওয়েবপোর্টাল A2I-এর সহায়তায় তৈরি করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি)</td><td>(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক এপ্রিল ২০১৯ মাসে ০৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত ০৪টি মোবাইল কোর্টে ৬৫ টি মামলা দায়ের করে ৮,৬৫০/- (আট হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে। তবে, কোন আসামীকে জেল দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর কোন তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় না। তিনি মাঠ প্রশাসনে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানোর প্রস্তাব করেন।

সভাপতি বলেন যে, আগামী ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে যাত্রীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদে ট্রেন ভ্রমণ নিশ্চিতের স্বার্থে বেশি বেশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেসীতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানোর নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) আগামী ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসীতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানাতে হবে ; এবং

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করেন।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরের ফ্লোর, সিট কভার,</td><td>(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে;</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৬৯৭টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৩০২টি সর্বমোট ৯৯৯টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়া, এসএসএই/টিক্সআরগণকে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং সম্মানিত যাত্রীসাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভা অবহিত হয় যে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সঠিকভাবে তদারকি করার জন্য স্টেশন মাস্টারদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পশ্চিমাঞ্চলের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেনের ভিতরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে ৪ মাস ধরে ডিউটি রোস্টার টাঙ্গানো হচ্ছে। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকা কমলাপুর, বিমানবন্দর, চট্টগ্রামসহ বড় বড় স্টেশনে সুইপারদের ডিউটি রোস্টার স্টেশন মাস্টারদের রুমে টাঙ্গানো হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, তেজগাঁও রেল স্টেশনে সুইপারদের ডিউটি রোস্টার টাঙ্গানো হয়েছে, কিন্তু তাদের টীম লিডারের কোন মোবাইল নম্বর দেয়া নেই। এছাড়া, ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই, এ্যাটেনডেন্ট, লোকোমাস্টারসহ অন্যান্য কর্মচারিগণ সকলেই সাদা পোষাক পরিধান করে থাকেন বিধায় নানা অসুবিধা হয়। তিনি ড্রেস কোড পরিবর্তন করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সফরকালে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও তা অপরিস্কার থাকায় উক্ত দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণে অবহেলার জন্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ডিসিও), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী ৭দিনের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, সুইপাইরদের কার্যক্রম তদারকি করতে হবে; স্টেশনে নিয়োজিত সুইপারদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং তাদের নামের তালিকাসহ ডিউটি রোস্টার পরবর্তী ৭দিনের মধ্যে প্রতিটি স্টেশনের সুবিধাজনক স্থানে একটি বড় ডিসপ্লে বোর্ড টাঙিয়ে প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া, সুইপারদের কাজ ভালোভাবে তদারকি করা এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে তিনি নির্দেশনা দেন। সভাপতি ট্রেনে দায়িত্বরত শুধুমাত্র টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারিদের সাদা পোষাক পরিবর্তনের নিমিত্ত ব্যবস্হা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে তিনি নির্দেশনা দেন।	(খ) রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; (গ) বড় বড় স্টেশনগুলোতে কর্মরত সুইপারদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে দিতে হবে এবং তাদের নামের তালিকাসহ ডিউটি রোস্টার পরবর্তী ৭দিনের মধ্যে প্রতিটি স্টেশনের সুবিধাজনক স্থানে একটি বড় ডিসপ্লে বোর্ড টাঙিয়ে প্রদর্শন করতে হবে।; (ঘ) চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণে অবহেলার জন্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ডিসিও), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর বিরুদ্ধে ৭দিনের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে; এবং (ঙ) ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারিগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের ব্যবস্হা নিতে হবে।	৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী। ৬। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(গ) **সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করাসহ ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। তিনি সময়নুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বলেন যে, ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল ৮৫%, যা এপ্রিল ২০১৮ মাসে ছিল ৮২%। সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার নির্দেশনা দেন। তিনি সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনার তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনার জন্য চলতি বছরের বিবেচ্য মাসসহ ২মাসের সাথে গত বছরের অনুরূপ ২মাসের সময়ানুবর্তিতার হারের একটি ছক প্রস্তুত করে সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেন।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে; এবং (খ) চলতি বছরের বিবেচ্য ২মাসের সাথে গত বছরের অনুরুপ ২মাসে ট্রেন পরিচালনায় সময়ানুবর্তিতার তুলনামূলক চিত্র ছকে উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ঘ) পরিদর্শন: সভাপতি বলেন, রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, আসন্ন ঈদ-উল-ফিরত উপলক্ষে ১৫০০জন পুলিশ ও ৭০জন আর্মড পুলিশ ব্যাটলিয়ন ঈদের পূর্বে ও ঈদ পরবর্তী সময়ে রেলওয়ে পুলিশের ৪টি জেলায় দায়িত্ব পালন করবে। তিনি আরও বলেন যে, যাত্রী সাধারণের সচেতনা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট ও মাইকিং করা হয়েছে। এছাড়া, তিনি পুলিশের দায়িত্বপালন সংশ্লিষ্ট কিছু সমস্যা এবং ট্রেনের ছাদে কাটা তারের বেড়া দেয়ার বিষয়টি সভায় তুলে ধরেন। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত এপ্রিল ২০১৯ মাসে পরিচালিত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>মোট জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr>
<tr><td>মার্চ ১৯</td><td>১২টি</td><td>২৫৬৪টি</td><td>৬১৩৭ জন</td><td>৭ জন</td><td>৫৬৭ জন</td><td>৫৫৪৮ জন</td><td>৮৮৫</td><td>৩০১৯</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল ১৯</td><td>৬টি</td><td>২৪৩৮ টি</td><td>২৫২৮ জন</td><td>২জন</td><td>৩১২ জন</td><td>৪৫২৯ জন</td><td>৭২৯</td><td>৩৬৩৮</td></tr>
</table>
* এপ্রিল ২০১৯ সালে ৫৪,৯৯,৫৯৫/- টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়।

চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম) হতে জানানো হয়েছে যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। আরএনবি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>অভিযান</th><th>জরিমানাকৃত যাত্রী সংখ্যা</th><th>আদায়কৃত টাকা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>আরএনবি (পূর্ব)</td><td>৬২৬</td><td>১৭২৮</td><td>২,৬৪,৯০০/-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>আরএনবি (পশ্চিম)</td><td>৩৮৫</td><td>৫১২৪</td><td>১২,৯৫,১৫৮/-</td><td>-</td></tr>
</table>
সভাপতি বলেন যে, আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের সময় ঘরমুখো যাত্রীদের চাপ মোকাবেলার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এলক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের ৩১ মে - ৪ জুন পর্যন্ত দায়িত্ব বন্টন করে দিতে হবে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। এছাড়া, চলন্ত ট্রেন থামিয়ে তেল চুরি করা বন্ধ করতে হবে এবং তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাসহ তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি রেল স্টেশনে যেন অবৈধ যাত্রীরা ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ ও ফেন্সিং করার নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধ এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
(খ) তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থাসহ তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) আগামী ঈদে যাত্রীদের চাপ মোকাবেলায় রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের ৩১ মে - ৪ জুন পর্যন্ত দায়িত্ব বন্টন করে দিতে হবে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে; এবং
(ঘ) কমলাপুর, বিমানবন্দর, চট্টগ্রামসহ গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ ফেন্সিং করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের এপ্রিল ২০১৯ মাসের খাতভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) রাজস্ব অর্জনের নিম্নরূপ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)</th><th>মার্চ ২০১৯ মাসে অর্জন</th><th>শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)</th></tr>
</table></td><td>(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে;
(খ) রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি প্রতিমাসে খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণীও সভায় উপস্থাপন করতে হবে;</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td>-</td><td>৬৬৬৬</td><td>৮৪১৯</td><td>-</td><td>১২৬%</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৮৪২৫</td><td>৭০৮৩</td><td>৮৯৯৫</td><td>১০৬%</td><td>১২৭%</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>২০০০</td><td>২৬০৮</td><td>৬২%</td><td>১৩০%</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>১৭০৮</td><td>১১৭৩</td><td>২৮%</td><td>৬৮%</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৬৭৫৮</td><td>১০৭৯১</td><td>১২৭৭৬</td><td>৭৬%</td><td>১১৮%</td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, লোকোমোটিভ স্বল্পতার কারণে যাত্রী পরিবহন বাবদ আয় বাড়লেও মালামাল/পার্শ্বেল বাবদ আয় কমে যাচ্ছে। তিনি নষ্ট কওয়া ৯টি লোকোমোটিভ দ্রুত মেরামতের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সভাপতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাসহ বিবিধ আয় যথাযথভাবে অর্জন করার নিমিত্ত সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি নষ্ট হওয়া ৯টি লোকোমোটিভকে দ্রুত মেরামত করার জন্য নিমিত্ত কারখানার শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা দেয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেন।
</td><td>এবং
(গ) নষ্ট হওয়া ৯টি লোকোমোটিভকে দ্রুত মেরামত করার জন্য নিমিত্ত কারখানার শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা দেয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ</td><td>
সভায় অবহিত হয় যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদ্বয়কে অঞ্চলভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১৯ মাসের উচ্ছেদের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>এপ্রিল ১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)</th><th>এপ্রিল ১৯ মাসে উদ্ধার (একর)</th><th>এপ্রিল ১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৫২৯.৯৭৮</td><td>৮.৯২</td><td>৫২১.০৫৮</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৩১৮.২৯৪৯</td><td>-</td><td>২৩১৮.২৯৪৯</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>২৮৪৮.২৭২৯</td><td>৮.৯২</td><td>২৮৩৯.৩৫২৯</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলভূমি হতে অবৈধ দখলদার মুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উচ্ছেদ কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে চাহিদা মোতাবক আরএনবি অফিসার/সদস্য মোতায়েন করে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০১৯ মাসে ৫৬০টি অবৈধ স্থাপনা ও ৭৯০ জন অবৈধদখলদারকে রেলভূমি হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) আইন-২০১৬ এর আওতায় মামলার তলণামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>১৯৯১ হতে হালনাগাদ</th><th colspan="2">মামলা ও আসামীর সংখ্যা</th><th colspan="2">দন্ডিত মামলা</th><th colspan="2">খালাসকৃত মামলা</th><th colspan="2">বিচারাধীন মামলা</th></tr>
<tr><th>মাস</th><th>সংখ্যা</th><th>আসামী</th><th>সংখ্যা</th><th>আসামী</th><th>সংখ্যা</th><th>আসামী</th><th>সংখ্যা</th><th>আসামী</th></tr>
<tr><td>মার্চ -১৯</td><td>৫৯৬</td><td>৭৯৮</td><td>২৪৪</td><td>২৯৮</td><td>১২৭</td><td>১৭১</td><td>২২৫</td><td>৩২৯</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল -১৯</td><td>৫৯৯</td><td>৮০২</td><td>২৪৪</td><td>২৯৮</td><td>১২৮</td><td>১৭২</td><td>২২৭</td><td>৩৩২</td></tr>
</table>
সভা অবহিত হয় যে, বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি একটি দোকান ইজারা দেয়া হয়েছে। এ স্টেশনটিতে সারাবছরই প্রচুর যাত্রী সমাগম হয় এবং ঈদের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায়; যাত্রীদের দাড়ানোর পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। সে জন্য স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্হতি দোকানপাটসমূহ স্থানান্তর করা যেতে পারে।
সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি
</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(খ) অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে; এবং
(গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়-সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে;
(ঘ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্হিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করতে হবে এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্হানান্তর করতে হবে;
(ঙ) আগামী ঈদের সময় প্লাটফরমের দোকান অস্হায়ীভাবে বন্ধ রাখতে হবে; এবং
(চ) বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার (সিসিএম), পূর্ব/বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা (ডিসিও), ঢাকা।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করা এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। তিনি বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করাসহ আগামী ঈদের সময় প্লাটফরমের দোকান অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখারও নির্দেশনা দেন।</td><td>হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>সভায় মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">মার্চ ১৯ মাসের জের</th><th colspan="2">মার্চ ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">মার্চ ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">মার্চ ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৮</td><td>৫৯২০৮</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬৫২১</td><td>১০৮</td><td>৪২৬৮৭</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৪৫</td><td>৩৮২১৭</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১০৫</td><td>৪৫</td><td>৩৮১১২</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৫৩</td><td>৯৭৪২৬</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬৬২৬</td><td>১৫৩</td><td>৮০৮০০</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে;
(খ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারী রোধ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা বিদ্যমান রয়েছে। রেলওয়ে টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের ট্রেনের টিকেট বিক্রি শুরু করা হয়েছে। টিকেট কালোবাজারি রোধে অনলাইন/মোবাইল এ্যাপস-এ টিকেট বিক্রির কোটা সম্প্রতি ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৫০% এ উন্নীত করা হয়েছে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০১৯ মাসে টিকেট কালো বাজারির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১০জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, টিকেট কালোবাজারী রোধ, যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিতকরণের জন্য আরএনবি কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
সভাপতি বিনা টিকেটে প্লাটফরমে প্রবেশরোধ এবং টিকেট কালোবাজারীরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে; এবং
(গ) বিনা টিকেটে কেউ যেন প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক. রেলওয়ে পুলিশ
৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) কর্তৃক রেলওয়ে টার্মিনাল, স্টেশন, কলোনী, স্থাপনাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম)-এর অধীনস্থ হাসপাতালসমূহে এপ্রিল ২০১৯ মাসে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>ভর্তি কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভরশীল</th><th>বহি:বিভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>সর্বমোট চিকিৎসা সেবা</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>৬৯</td><td>৫৪</td><td>৪৫৪১</td><td>৪০৯৩</td><td>৮২৫১</td></tr>
</table>
উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব)-এর অধীনস্থ হাসপাতালসমূহ হতে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি চিকিৎসা প্রাপ্ত</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতি এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;
(খ) রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		রোগীর তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম), সভায় জানান যে, রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সভা অবহিত হয় যে, আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের সময় ঘরমুখো যাত্রীদের চাপে অনেকে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। উক্ত অসুস্থ্য যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য কমলাপুর ও বিমানবন্দর স্টেশনে একজন করে ডাক্তার নিয়োগ এবং একটি করে এ্যাম্বুলেন্স রাখা প্রয়োজন। সভাপতি কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, উক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন করারও নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন। সভাপতি রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের computerized registration পদ্ধতি প্রচলন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেন।	রোগীদের জন্য computerized registration পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (গ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা আয়োজন করতে হবে; এবং (ঘ) আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের সময় ঘরমুখো যাত্রীদের চাপে অনেকে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। উক্ত অসুস্থ্য যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য কমলাপুর ও বিমানবন্দর স্টেশনে একজন করে ডাক্তার নিয়োগ এবং একটি করে এ্যাম্বুলেন্স রাখা	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১৩	বিবিধ	সভাপতি বলেন যে, প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা সমন্বয় সভায় রেলওয়ের কর্মকর্তাদেরকে উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট জেলায় রেলওয়ের সমস্যাদি তুলে ধরা এবং ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায়' উপস্থিত থেকে রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যাদি তুলে ধরতে হবে এবং ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০১৩.১৮-

তারিখ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / মে ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
১০। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd